দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 JUL 1995 ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

61

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সংকট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা, কুষ্টিয়া।–ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ৩ হাজার ৩৭২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬২৫ জন ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে। এর মধ্যে সাদ্দাম হোসেন হলে ৪৮৩ জন ছাত্র, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হলে ১৪২ জন ছাত্র এবং কর্মচারীদের একটি কোয়ার্টারে ৭০ জন ছাত্রী অবস্থান করছে।

অনিয়ম, অব্যবস্থা ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে হলগুলি বাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে একাধিকবার হল প্রভোস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাঁরা কোন গুরুত্ব দেয় নাই।

এদিকে, হলগুলিতে অনাবাসিক ছাত্রদের আগমন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গার্ডের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় প্রায়ই হল হতে জিনিসপত্র চুরি হচ্ছে। সম্প্রতি সাদ্দাম হোসেন হলের টেলিফোন সেটটি চুরি হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, সাদ্দাম হোসেন হলে কোন মসজিদ নাই। হলের কমনরুম মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় জুমার দিন নামাজ আদায়ে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া, হলগুলিতে 'গেস্টরুম' না থাকায় অতিথি আপ্যায়নে যথেষ্ট ভোগান্তি হচ্ছে। সাদ্দাম হোসেন হলের ডাইনিং কক্ষের অধিকাংশ টিভি রুম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় খাদ্য পরিবেশন ও গ্রহণে যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। এদিকে, গত রমজান মাসে শেষরাতে খাবারের সময় প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন ছাত্র টাকা জমা দেয়ার পরও খাবার পায়নি। হল কর্তৃপক্ষ টেন্ডা-রের মাধ্যমে ডাইনিং পরিচালনা না করে ছাত্র সংগঠনের উপর ডাইনিং পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ায় প্রায়ই খাবারের মান খারাপ হতে দেখা যায়।

এছাড়া, প্রতি বছর বার্ষিক ভোজ বাবদ হলের ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে ৬০ টাকা করে আদায় করা হয়। অথচ গত তিন বছরে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ১টি বার্ষিক ভোজ এবং সাদ্দাম হোসেন হলে ১টি বার্ষিক ভোজ হলেও মেয়েদের হলে কোন বার্ষিক ভোজ হয় নাই। উল্লেখ্য, হলগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে কোন সাবসিডি দেয়া হয় না।

পত্রিকা বাবদ প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয় তার অর্ধেক টাকাও পত্রিকা বাবদ ব্যয় করা হয় না। ছাত্রী হলে মাত্র ২টি পত্রিকা দেয়া হয়।